১০১

তারিখ ... 09 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে
## শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময় ॥ আহত ১৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ শনিবার শিবিরের দুই নেতা প্রহৃত হওয়ার জের ধরিয়া গতকাল (রবিবার) প্রধান বিবদমান সংগঠন ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে তিন ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময়ের ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, পুলিশসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হইয়াছে। পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতর আহত ছাত্রলীগ কর্মী মোর্শেদকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে এবং বুলেটবিদ্ধ শিবিরকর্মী শহীদ (আরবী ৩য় বর্ষ)কে আশংকাজনক অবস্থায় ঝিনাইদহ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। ইহাছাড়া শিবির কর্মী নাসির, খায়রুল আনাম, নাজির এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাইভার সালাউদ্দিন

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বুলেটবিদ্ধ হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ছাত্র শিবির সকাল ১১টার দিকে তাহাদের দুই নেতার উপর 'হামলাকারী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের' গ্রেফতারের দাবীতে অনুষদ ভবন হইতে জঙ্গী মিছিল বাহির করে। এসময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রধান গেটের কাছাকাছি অবস্থান নেয়। শিবিরের মিছিল এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের অবস্থানের কাছাকাছি হইলে উভয়পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া বাধিয়া যায়। এসময় পুলিশের অবস্থান হইতে মাত্র দশ গজ দূরে কাটা রাইফেলসহ মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে গোলাগুলী শুরু হইলেও ক্যাম্পাসে মোতায়েন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সদস্যরা নীরব থাকেন। কিছু সময় পর ছাত্রলীগ কর্মীরা পিছু হটিয়া ক্যাম্পাসের বাহিরে চলিয়া গেলে শিবির বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখলে নিয়া খন্ড-খন্ডভাবে মহড়া দিতে থাকে। ইহার পর এক ঘন্টার ব্যবধানে ছাত্রলীগ কর্মীরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়া ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং দুপুর ১২টার দিকে হল এলাকায় অবস্থানরত শিবির কর্মীদের উপর চতুর্দিক দিয়া হামলা চালায়। আতংকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-কর্মচারীরা দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। ক্রস ফায়ারে পড়িয়া ঐ সময় গাড়ীচালক সালাউদ্দিন সররা বুলেটবিদ্ধ হয়। টানা দুই ঘন্টা উভয়পক্ষের মধ্যে গুলী বিনিময় হয়। ক্যাম্পাসের রাস্তাগুলি ইটের টুকরা ভরিয়া যায়।

সংঘর্ষ চলাকালে এক পর্যায়ে পুলিশ বেলা দেড়টার দিকে উভয়গ্রুপের মাঝামাঝি অবস্থান নিয়া ২৫/৩০ রাউন্ড টিআর গ্যাসের সেল নিক্ষেপ, ৮/১০ রাউন্ড সর্টগানের বুলেট ছোঁড়াসহ বেধড়ক লাঠিচার্জ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। এসময় ইটের আঘাতে একজন পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাস ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান নেয়। শিবির কর্মীরা দুইটি হলসহ ক্যাম্পাসের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। তবে ক্যাম্পাসের চতুর্দিকে ছাত্রলীগের মজবুত অবস্থান থাকায় পুনরায় যেকোন মুহূর্তে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধার তীব্র আশংকা রহিয়াছে।

এদিকে গতকাল সংঘর্ষের কারণে দিনভর আটকে থাকা শত শত ছাত্র-ছাত্রীকে বিকালের দিকে পুলিশ স্কোয়াড দিয়া ক্যাম্পাস হইতে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী হল ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েসউদ্দিন জরুরী প্রয়োজনে ঢাকায় অবস্থান করায় গতকাল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত ভিসি ট্রেজারার প্রফেসর মাহাতাব উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া হলসমূহে অনাবাসিক ও বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পরিচয়পত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই উভয় দলের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে 'সমঝোতা বৈঠক' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়াছে।

পুনরায় সংঘর্ষের আশংকা থাকায় অত্র এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র শিবির গত দুই দিনের ঘটনায় পরস্পরকে দায়ী করিয়া মিছিল-সমাবেশ করিয়াছে। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাস এবং আশেপাশের এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। এখনও কোন মামলা হয় নাই। পুলিশ কাহাকেও গ্রেফতার করে নাই।

### তদন্ত কমিটি গঠন

কর্তৃপক্ষ গত শনিবার দুই শিবির নেতাকে প্রহার এবং গোলাগুলী ঘটনা তদন্তের জন্য আইন অনুষদের ডীন ডঃ মাহাবুবুল হক জোয়ার্দারকে আহ্বায়ক করিয়া তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। কমিটিকে আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে ভিসির নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছে।

এদিকে ছাত্রদল কর্মীরা গতকাল একজন নেতার 'অবৈধ উপায়ে' পরীক্ষা নেওয়ার দাবী আদায়ে ব্যর্থ হইয়া প্রথমে ট্রেজারার কার্যালয়ে হামলা চালায় এবং পরে প্রক্টরের কার্যালয় ভাঙ্গিয়া তছনছ করে। শনিবার তাহারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে তালা ঝুলাইয়া দেয়। ক্যাম্পাস পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিতে তাহারা দুইদিন যাবৎ অব্যাহতভাবে তান্ডব চালাইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

### পরিবহন চলাচল বন্ধ

ঝিনাইদহ হইতে যাতায়াতকারী ছাত্ররা গতকাল ক্যাম্পাস-ঝিনাইদহ রুটে নিম্নমানের ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ীসমূহ প্রত্যাহার করিয়া উন্নতমানের পরিবহন বরাদ্দের দাবীতে চারটি ভাড়া করা বাস ভাংচুর করে। ইহাতে ঝিনাইদহ বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিকদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বড় রকমের বিরোধ দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় শ্রমিকদের দ্বারা ভাংচুরের আশংকায় অত্র রুটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে পড়িয়াছে।